بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৩০শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমু'আর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাদাসিধে এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত ও রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজও মহানবী (সা.)-এর সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন সম্পর্কিত বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। হুযূর (আই.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন, কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, মহানবী (সা.) খুব ভালো ভালো খাবার খেতেন এবং তাঁর সামনে রাজকীয় দস্তরখান সাজানো থাকত। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ উল্টো ছিল; বরং মহানবী (সা.) ছিলেন সাদাসিধে জীবনযাপনের এক মূর্ত প্রতীক। হাদীসে বর্ণিত আছে, **পর পর দুই মাস কেটে যেত অথচ মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে উনুন পর্যন্ত জ্বলত না। এর পরিবর্তে তিনি এবং তাঁর পরিবার খেজুর ও পানি আর বড়োজোর প্রতিবেশী আনসারী সাহাবীদের পাঠানো সামান্য দুধ খেয়েই দিন অতিবাহিত করতেন।**

হুযূর (আই.) বলেন, আজ মানুষ নানা আর্থিক সংকটে পড়ে, যার একটি অন্যতম কারণ হলো খাবারের প্রতি মানুষের অতিরিক্ত মোহ এবং উন্নতমানের ও সবচেয়ে দামি খাবার খাওয়ার প্রবণতা। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর আদর্শ ছিল এর ঠিক বিপরীত।প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাওয়ার বদলে তিনি কেবল ততটুকুই খেতেন যতটুকু বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য হতো। একইসাথে তিনি সবসময় একটি ভারসাম্য বজায় রেখে চলতেন। তিনি বৈরাগ্য পছন্দ করতেন না; বরং মধ্যমপন্থা বজায় রেখে সহজলভ্য জিনিসের মধ্য থেকেই ভালোটা গ্রহণ করতেন।

মহানবী (সা.) যে ভালো খাবার খেতেন না তা কিন্তু নয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, একবার তিনি ছুরি দিয়ে খাসির রানের মাংস কেটে খাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তে নামাযের সময় হওয়ায় তিনি সাথে সাথে ছুরি রেখে নামাযে চলে যান, কারণ তিনি ওযু করা অবস্থাতেই ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **ইসলাম কাঁটা-চামচ বা ছুরি দিয়ে খাবার খাওয়া নিষিদ্ধ আখ্যা দেয় না, তবে ভিন্ন জাতির ন্যায় লোকদেখানো আড়ম্বরতাও পছন্দ করে না। খাওয়ার সময় সুবিধার জন্য ছুরি ব্যবহার করে মহানবী (সা.) এর দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। কাজেই এতে দোষের কিছু নেই; আবার খাওয়ার অন্য কোনো পদ্ধতিও ভুল নয় আর সেগুলোকে ছোটো করেও দেখারও কোনো সুযোগ নেই।**

মহানবী (সা.)-এর সাদামাটা জীবনের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, তিনি (সা.) অতি সামান্য উপহারও খুব আনন্দের সাথে গ্রহণ করতেন। তিনি (সা.) বলতেন, তাঁকে যদি ছাগলের সামান্য কোনো অংশ খাওয়ার জন্যও দাওয়াত দেওয়া হয়, তিনি তা গ্রহণ করবেন। আর কেউ যদি উপহার হিসেবে সামান্য মাংসও পাঠায়, তিনি তাও ফিরিয়ে দেবেন না। তিনি (সা.) শিক্ষা দিয়েছেন, **উপহার ফিরিয়ে দেওয়া খুবই অমর্যাদাকর বিষয়। পক্ষান্তরে উপহার যত ছোটোই হোক না কেন, তা সাদরে গ্রহণ করা উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক।** তিনি (সা.) মানুষকে পরস্পরের মধ্যে উপহার বিনিময় করতে উৎসাহিত করেছেন, কারণ এতে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়।

একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে লাউ দিয়ে রান্না করা মাংসের তরকারি পরিবেশন করা হয়, যা তিনি খুবই পছন্দ করতেন। বর্ণনায় আছে, তিনি আঙুল দিয়ে বেছে বেছে লাউয়ের টুকরোগুলো খাচ্ছিলেন। অথচ এমন দিনও তাঁর জীবনে এসেছে যখন খাওয়ার মতো বাড়িতে কিছুই ছিল না। যে নির্বোধের মতো প্রশ্ন করে যে, মহানবী (সা.) কেন এত ভালো ভালো খাবার খেলেন, সে আসলে অজ্ঞ। কারণ, এমন সময়ও গেছে

যখন তিনি (সা.) দিনের পর দিন অনাহারে কাটিয়েছেন এবং ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। এর বিপরীতে একবার পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি (সা.) দেখেন, কিছু লোক একটি ভুনা করা ছাগল ঘিরে আনন্দ করে খাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা মহানবী (সা.)-কে দেখে তাঁকেও খাবারের আমন্ত্রণ জানালে তিনি (সা.) বিনয়ের সাথে তাদের ফিরিয়ে দেন। এর কারণ এই ছিল না যে, ভুনা মাংস তাঁর অপছন্দ ছিল, বরং তিনি খোলা আকাশের নিচে এমন আয়োজন পছন্দ করতেন না, যা দেখে আশপাশে থাকা দরিদ্র মানুষগুলোর কষ্ট হতে পারে, যাদের নিজেদের খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাবার নেই। তবে অন্য সূত্রে জানা যায়, তিনি (সা.) অন্য সময়ে ভুনা মাংস খেয়েছেন।

একবার দুটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে একজন ভিখারী মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-র কাছে সাহায্যের জন্য আসেন, কারণ তাঁদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই ছিল না। সে সময় মহানবী (সা.)-এর ঘরেও শুধুমাত্র একটি খেজুর ছিল, যা হযরত আয়েশা (রা.) সেই নারীকে দিয়ে দেন। সেই মহিলা খেজুরটি দু'ভাগ করে তার দুই মেয়ের হাতে দেন, আর নিজে অভুক্ত থাকেন। হযরত আয়েশা (রা.) যখন মহানবী (সা.)-কে এ কথাটি বলেন, তখন তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত অবধারিত করে দেন যার দুটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের উত্তমভাবে লালন-পালন করে।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র একটি লেখা উদ্ধৃত করে বলেন, **পানাহারের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) ছিলেন ভীষণ সাদাসিধে। রান্না ভালো না হলে তিনি কখনো কোনো অসন্তোষ প্রকাশ করতেন না। খাবার খাওয়ার মতো হলে তিনি খেয়ে নিতেন, যাতে যে রান্না করেছে সে মনে কষ্ট না পায়। আর যদি খাবার একেবারেই খাওয়ার অনুপযোগী হতো, তবে তিনি শুধুমাত্র তা খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু কখনো রান্নার কোনো দোষ ধরতেন না। যখন তিনি খেতে বসতেন, তখন সামনের খাবারের দিকে গভীর মনোযোগ দিতেন এবং বলতেন, খাবারের প্রতি উদাসীন থাকা তিনি পছন্দ করেন না- যেন মানুষ এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, সে খাওয়া-দাওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে! কেউ কোনো খাবার আনলে তিনি উপস্থিত সবার সাথে তা ভাগ করে খেতেন।**

একবার কেউ মহানবী (সা.)-কে কিছু খেজুর দেন। তিনি চারদিকে তাকিয়ে উপস্থিত সাহাবীদের গুণে নেন এবং খেজুরগুলো সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেন, যাতে প্রত্যেকে সাতটি করে খেজুর পায়। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) যবের রুটি দিয়েও কখনো পেট ভরে খাবার খান নি।** হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, **মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কখনো পরপর তিন দিন পেট ভরে খেতে পারেন নি।**

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আমাদের মধ্যে যারা ভালো খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করছি, তাদেরও উচিত দরিদ্র ও অসহায়দের কথা মাথায় রাখা এবং তাদেরকে দান করা, যাতে তারাও কিছু খেয়ে-পরে জীবন বাঁচানোর সুযোগ পায়। মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.) ক্ষুধার্ত অবস্থায় হযরত উম্মে হানী (রা.)-র বাড়িতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন, খাওয়ার মতো কিছু আছে কি না? তিনি বলেন, তার কাছে শুধু কিছু শুকনো রুটির টুকরো আছে এবং মহানবী (সা.)-কে তা দিতে তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। মহানবী (সা.) তা-ই আনতে বলেন। মহানবী (সা.) রুটি টুকরো করে পানিতে ভেজান এবং তাতে লবন মেশান এরপর জিজ্ঞেস করেন, কোনো তরকারি আছে কি না। তিনি (রা.) বলেন, শুধু একটু সিরকা আছে। মহানবী (সা.) তাই আনতে বলেন এবং তা দিয়েই শুকনো রুটি ভিজিয়ে খান, এরপর বলেন, **সিরকা কতই না চমৎকার তরকারি! যে ঘরে সিরকা থাকে, সে ঘর বরকতময়।** তিনি (সা.) আরও বলেন, **সিরকা হলো নবীদের তরকারি।**

ইতিহাসে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) কখনো কাউকে বদদোয়া দেন নি আর তাঁর ঘরে কখনো অতিরিক্ত কাপড় ভাঁজ করে জমিয়ে রাখা হতো না। অর্থাৎ, তাঁর গায়ে যে কাপড় থাকত, সচরাচর সেটিই ছিল

তাঁর সম্বল; অতিরিক্ত কোনো কাপড় আলমারিতে তুলে রাখা থাকত না। কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই তা ধুয়ে নিতেন এবং অনেক সময় তা পুরোপুরি শুকানোর আগেই পরে ফেলতেন, এমনকি পরার পরেও কখনো কখনো কাপড়ে পানির ছোপ ছোপ দাগ দেখা যেত। এমন সাদাসিধে জীবন এর আগেও কেউ দেখেনি, আর ভবিষ্যতেও দেখা সম্ভব নয়।

মহানবী (সা.) বলেন, **কেবল সেই পুরুষরাই রেশমি কাপড় পরিধান করে, যাদের পরকালের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।** রেশমি পোশাক তো নারীদের সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য, পুরুষদের জন্য নয়। তবে মহানবী (সা.) পুরুষদের সুন্দর পোশাক ব্যবহার করতে নিষেধ করেন নি।

মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেন, **কোনো অহংকারী মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। একজন নিবেদন করেন, মানুষ তো সুন্দর পোশাক এবং ভালো জুতা পরতে পছন্দ করে। মহানবী (সা.) তখন উত্তরে বলেন, আল্লাহ্ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। কাজেই, সুন্দর পোশাক পরিধান করায় কোনো দোষ নেই, তবে, তার কারণে যেন মনে কোনো অহংকার না জন্মায় কিংবা অন্যকে তুচ্ছ মনে করা না হয়।**

একবার মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেন, **সে যদি পরকালে তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায়, তাহলে সে যেন এই দুনিয়াকে একজন মুসাফিরের ভ্রমনের মতো মনে করে।** তিনি (সা.) কাপড় পুরোনো হয়ে গেলে তা ফেলে না দিয়ে সেলাই করে পরিধান করার উপদেশ দেন। তিনি (সা.) তাঁর পরিবারের মধ্যেও এই সাদামাটা জীবনের অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। আর তিনি (সা.) সুন্দর পোশাক পরতে বললেও তা যেন অহংকারের কারণ না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন। পাশাপাশি গরিবদেরও নিজেদের পোশাক নিয়ে কোনো হীনম্মন্যতায় না ভুগে প্রয়োজনে তা তালি দিয়ে ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শুধু লোক দেখানোর জন্য এবং মানুষের বাহবা পাওয়ার উদ্দেশ্যে পোশাক পরে, পরকালে তাকে লাঞ্ছিত করা হবে।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আজকের দিনে মানুষ যখন বিশ্বের নানা সংকটের কারণে নিজেদের পছন্দমতো খাবার বা সুযোগ-সুবিধা পায় না, তখন তারা ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এই পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে। তাই আমাদের অবশ্যই সাদাসিধে জীবনযাপন ও স্বল্পেতুষ্টির অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। আমাদের পার্থিব উপকরণাদির ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে এমন ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করুন আর মানবজাতি যেন নিজেদের অহংকার ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয়, নতুবা এই বিপর্যয় অবধারিত। অন্য দেশের সম্পদ এবং ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা না করে এই ক্ষমতাধর দেশগুলোর নেতাদের উচিত নিজেদের দেশের মানুষের সেবা করা। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সর্বদা পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন, (আমীন)

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)